দৈনিক ইনকিলাব

JAN. 10 2001

শিক্ষক সমাজ এই নীতি প্রত্যাখ্যান করেছে

নতুন শিক্ষানীতিতে উচ্চ শিক্ষার পথ রুদ্ধ বহু হাই স্কুল মাদ্রাসা ও কলেজ বন্ধ হবে

সালাহউদ্দীন বাবলু ॥ কুদরতে খুদা শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টের আলোকে বর্তমান সরকার প্রণীত নতুন জাতীয় শিক্ষানীতি প্রত্যাখ্যান করেছে দেশের সচেতন শিক্ষক সমাজ। এই শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন হলে দেশের হাই স্কুল, মাদ্রাসা ও কলেজ পর্যায়ের লাখ লাখ শিক্ষক চাকরি হারিয়ে বেকার হয়ে পড়বেন বলে তারা উল্লেখ করেছেন। কারণ নতুন শিক্ষানীতিতে উচ্চ শিক্ষা, মাদ্রাসা শিক্ষা এবং মাধ্যমিক শিক্ষা সংকোচনের নির্দেশনা রয়ে গেছে। অপরদিকে এ নীতিতে কেবল অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষাকে আরো সম্প্রসারণ এবং সর্বাধিক সুবিধাদানের মাধ্যমে শিক্ষাখাতের সিংহভাগ অর্থ বরাদ্দের সুপারিশ রয়েছে। নয়া শিক্ষানীতিতে ঐতিহ্যবাহী মাদ্রাসা শিক্ষাকে সুকৌশলে ধ্বংস করার জন্য একে কয়েকটি পৃথক কর্তৃপক্ষের অধীনে খণ্ড-বিখণ্ড করার প্রস্তাব রয়েছে। মাদ্রাসা শিক্ষাকে বর্তমানে এককভাবে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করলেও এই শিক্ষানীতিতে এর ওপর কয়েক ভাগে মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, কারিগরি শিক্ষা বোর্ড এবং ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নতুন কারিকুলাম প্রণয়ন করে একটি 'হযবরল' অবস্থা সৃষ্টির সূক্ষ্ম পরিকল্পনা করা হয়েছে।

৫-এর পৃঃ ৪-এর কঃ দেখুন

নতুন শিক্ষানীতিতে উচ্চ শিক্ষার পথ রুদ্ধ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

এই শিক্ষানীতিকে মূলত ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার অনুরূপ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির মহাসচিব মোহাম্মদ সেলিম ভূঁইয়া ইনকিলাবকে বলেছেন, এই শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন হলে সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হবে দেশের হাই স্কুল, দাখিল মাদ্রাসা ও উচ্চ মাধ্যমিক কলেজ পর্যায়ের শিক্ষা ব্যবস্থা। হাজার হাজার হাই স্কুল, মাদ্রাসা ও কলেজ বন্ধ হয়ে যাবে। কারণ এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালানোর মতো ন্যূনতম ছাত্রছাত্রী সেখানে পাওয়া যাবে না। এতে গ্রামীণ পর্যায়ের হাই স্কুল, দাখিল মাদ্রাসা ও কলেজগুলো ভয়াবহ অর্থ সংকটের সম্মুখীন হবে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সর্বশেষ নীতিমালা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংখ্যক ছাত্রছাত্রীর অভাবে বর্তমান শিক্ষক-শিক্ষিকারা একে একে ছাঁটাই হয়ে যাবেন এবং তাদের সরকারী বেতনের অংশ (এমপিও) বন্ধ হয়ে যাবে।

বর্তমানে হাই স্কুল ও দাখিল মাদ্রাসা পর্যায়ে ৫টি শ্রেণী বিদ্যমান থাকলেও নতুন জাতীয় শিক্ষানীতিতে এ থেকে ৩টি শ্রেণী কেটে নিয়ে প্রাথমিক স্কুল ও ইবতেদায়ী মাদ্রাসায় সংযুক্ত করতে বলা হয়েছে। এই শিক্ষানীতি অনুযায়ী প্রাথমিক ও ইবতেদায়ী শিক্ষার মেয়াদ প্রচলিত পাঁচ বছর থেকে ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি করে ২০০৩ সালের মধ্যে ছয় বছর (৬ষ্ঠ শ্রেণী চালু), ২০০৬ সালের মধ্যে সাত বছর (৭ম শ্রেণী চালু) এবং ২০১০ সালের মধ্যে আট বছর (৮ম শ্রেণী চালু) করার কথা বলা হয়েছে। একই সময়ে হাই স্কুল ও দাখিল মাদ্রাসা থেকে ওই শ্রেণীগুলো উঠে যাবে এবং উচ্চ মাধ্যমিক কলেজের একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণী হাই স্কুলে নতুনভাবে যুক্ত হবে। অবশ্য এই শ্রেণী দুটো খোলার ফলে হাই স্কুলের ছাত্রছাত্রী তেমন কিছুই বাড়বে না। কারণ হাই স্কুলে শতকরা ৮৫ ভাগ ছাত্রছাত্রীই থাকে ৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম শ্রেণীতে। আবার এই প্রক্রিয়ায় দেশের অসংখ্য উচ্চ মাধ্যমিক ও ডিগ্রী কলেজও প্রয়োজনীয় ছাত্রছাত্রীর অভাবে বন্ধ হয়ে যাবে। অন্যদিকে দাখিল মাদ্রাসা পুরোপুরি উঠে যাবে। কারণ শিক্ষানীতিতে দাখিলকে বিলুপ্ত করে এর প্রথম ৩টি শ্রেণী ইবতেদায়ীতে এবং শেষ দুটি শ্রেণী আলিম পর্যায়ে সংযুক্ত করার কথা বলা হয়েছে। আলিম পর্যায়ের নবগঠিত ৪টি শ্রেণী থাকবে বিষয়ানুযায়ী একাদিক্রমে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড ও কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে। ফাযিল ও কামিল শ্রেণী নিয়ন্ত্রিত হবে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা।

শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন শুরু হলে এ দেশের নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সন্তানদের উচ্চ শিক্ষার পথ পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যাবে। কারণ এতে উচ্চ শিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলো অর্থাৎ কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় অদূর ভবিষ্যতে সম্পূর্ণ বেসরকারী খাতে তুলে দিয়ে সরকারী সহায়তা বা অনুদান বন্ধ করে দেয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। এর ফলে এ দেশে সরকারীভাবে কোন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় আর পরিচালিত হবে না। এই শিক্ষানীতির ২৮তম অধ্যায়ে এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়ে বলা হয়েছে, 'শিক্ষা খাতে বেসরকারী উদ্যোগ উৎসাহিত করা হবে। ছাত্রছাত্রীদের, বিশেষ করে কলেজ ও উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে, তাদের পড়াশোনার খরচ সংকুলানে নিজেদের দায়িত্ব ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি করতে হবে।' অর্থাৎ উচ্চ শিক্ষার দায়িত্ব থেকে সরকার ক্রমান্বয়ে সরে আসবে এবং একমাত্র বেসরকারী খাতে পরিচালিত এই উচ্চ শিক্ষা হবে প্রচণ্ড ব্যয়বহুল। যার আলামত ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের পর এ দেশে শিক্ষা হবে একটি বড় ব্যবসা। এতে লাখ লাখ ছাত্রছাত্রী প্রতি বছর বিদেশমুখী হবে। দেশে এনজিওরাও এ ব্যবসায় ভাগ বসাবে। রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোও এক পর্যায়ে এই এনজিও এবং দেশী-বিদেশী ব্যবসায়ীদের হাতে চলে যাবে।

নয়া শিক্ষানীতিতে সরকার দাতা সংস্থার পরামর্শে প্রাথমিক ও গণশিক্ষার ওপর সবচেয়ে বেশী জোর দিয়েছে এবং মোট শিক্ষা বাজেটের তিন ভাগের দুই ভাগ অর্থই প্রাথমিক ও গণশিক্ষা খাতে ব্যয়ের পদক্ষেপ নিয়েছে। বর্তমানে সামগ্রিক শিক্ষা খাতে সরকারের বার্ষিক বাজেট ৫ হাজার ৫৯৬ কোটি টাকা যা দেশের মোট বাজেটের শতকরা সাড়ে ১৪ ভাগ। প্রতি বছরই এই বাজেটের অনুপাত ক্রমান্বয়ে কমে যাচ্ছে।

উল্লেখ্য, নতুন জাতীয় শিক্ষানীতিতে উচ্চ শিক্ষা সংকোচনের আরেকটি পদক্ষেপ হচ্ছে দেশের কলেজগুলো থেকে পাস কোর্স তুলে দেয়ার সিদ্ধান্ত। শিক্ষানীতিতে সব ধরনের পাস কোর্স তথা বিএ, বিকম, বিএসসি (পাস) কোর্স তুলে দিয়ে শুধু অনার্স ও মাস্টার্স কোর্স চালু রাখার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। এতে প্রচলিত ডিগ্রী কলেজগুলো ও উচ্চ শিক্ষায় আগ্রহী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সন্তানরা ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং দেশে উচ্চ শিক্ষার হারও ভয়ানকভাবে নিচে নেমে যাবে।